সিঁড়ি নীতিনির্ধারণী বিশ্লেষণ

অক্টোবর ২০১১

অতিদরিদ্রদের জন্য খাসজমি - সার্বিক প্রক্রিয়া সহজতরকরণ

তথ্যকণিকা

অতিদারিদ্র্য কি?

অতিদরিদ্র পরিবারগুলো ব্যাপকভাবে দীর্ঘমেয়াদী এবং তীব্র বঞ্চনার শিকার হয়। তাদের নিম্ন আয় তাদের কর্মসংস্থানের অভাব, নিরাপদ বাসস্থানের অভাব, স্বাক্ষরতার অভাব, ঋণ সুবিধা এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর সাথে সংযোগের অভাব, কমিউনিটি পর্যায়ে অংশগ্রহণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগের অভাবের সাথে সংশ্লিষ্ট। এই অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বয়স্ক, প্রতিবন্ধী এবং নারীপ্রধান ও নৃ-গোষ্ঠীভূক্ত পরিবারের সংখ্যা অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বেশি।

দ্যা অফিসিয়াল কস্ট অব বেসিক নিড্স (সিবিএন) দারিদ্র্য পরিমাপক সমীক্ষা অনুযায়ী বাংলাদেশে একটি 'উচ্চতর (সহনশীল)' এবং একটি 'নিম্নতর (চরম পর্যায়ের)' দারিদ্র্যসীমা রয়েছে। শেষেরটি সেসব মানুষকে অতিদরিদ্র হিসেবে চিহ্নিত করে যাদের সামগ্রিক ব্যয় 'খাদ্য দারিদ্র্যসীমা'র সমতূল্য (একজন ব্যক্তির দৈনিক ২,১০০ কিলোক্যালরি খাদ্যগ্রহণের সমতূল্য খাদ্যদ্রব্যের মূল্য)।
এ পরিমাপকের ওপর ভিত্তি করে এইচআইইএস-২০০৫ কর্তৃক পরিচালিত একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে - শহর এলাকায় অতিদরিদ্রদের মাথাপিছু আয় ২৫ টাকা এবং গ্রামীণ এলাকায় মাথাপিছু আয় ২৩ টাকা।

এইচআইইএস-২০১০ অনুযায়ী, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৭.৫% অতিদরিদ্র (২ কোটি ১০ লক্ষ)।

খাসজমি কি?

খাস জমি হল মূলত সেসব জমি, যেগুলো ১ নং খতিয়ানভুক্ত জমি এবং দেশের ভূমিহীন মানুষদের মাঝে লীজ দেয়ার সিদ্ধান্ত রয়েছে।

> "ভূমিহীন এবং দরিদ্র মানুষের জন্য খাসজমি (রাষ্ট্রায়ত্ত জমি) এবং জলাভূমি চিহ্নিতকরণ ও বন্টন, তাদের এসব জমি এবং জলাভূমি ধরে রাখতে পারা এবং বাংলাদেশের চলমান সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমিতে সংশ্লিষ্ট অধিকারভূক্ত আইন প্রণয়ণ ও প্রয়োগ মূলত বর্তমান কৃষি ব্যবস্থার সার্বিক পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নির্দেশ করে।
>
> *ডঃ আবুল বারকাত, অর্থনীতিবিদ*

জাতীয় সরকারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ঃ

১. খাসজমি অর্জনের প্রক্রিয়াকে সহজসাধ্য করা - সার্বিক কাঠামো সংক্ষিপ্তকরণ, প্রক্রিয়ার ধাপের পরিমাণ কমিয়ে আনা এবং প্রক্রিয়াটি আরও সমন্বিত করা ও এ সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ আরও উন্নত করা।

২. যেসব জমি খাসজমি অথবা খাস জলাভূমি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে সেগুলো চিহ্নিত করা।

৩. খাসজমি প্রাপ্তির আবেদন করার জন্য নতুন শ্রেণীভুক্ত মানুষ অন্তর্ভূক্ত করা যার একটি হবে 'অতিদরিদ্র' - যাতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে পুত্রসন্তানহীন বিধবা, প্রতিবন্ধী, নৃগোষ্ঠী বা এ ধরণের মানুষ।

৪. ক্ষমতাসীনদের জোরপূর্বক খাসজমি দখল প্রতিরোধ করা।

৫. খাসজমির মালিকানাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কৃষি, অর্থনৈতিক এবং আইনানুগ সহায়তা প্রদানের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া/ব্যবস্থা সৃষ্টি করা।

স্থানীয় সরকারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ঃ

১. উপজেলা/জেলাভিত্তিক খাসজমি বন্টন কমিটি কার্যকর করা এবং কমিটি নেই এমন এলাকায় কমিটি গঠন করা।

২. কমিটিগুলোকে পুনর্মূল্যায়ন করা এবং সংশ্লিষ্ট কমিউনিটিতে দীর্ঘকাল কার্যরত এনজিওদের খাসজমি হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভূক্ত করা।

৩. ইউনিয়নের ভূমি অফিসের ভূমিকা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা এবং তাদেরকে আবেদনপত্র ও খাসজমির মানচিত্র প্রস্তুত করতে সহায়তা দিতে উদ্বুদ্ধ করা।

৪. খাসজমি চিহ্নিতকরণ পদ্ধতি যথাযথ হওয়া নিশ্চিত করা - বিভিন্ন এনজিও এবং সংশ্লিষ্ট লোকালয়ের দরিদ্র মানুষদের এ প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করা।

৫. স্থানীয় পর্যায়ে ভূমি রেকর্ডগুলো ডিজিটাইজ করা।

বাংলাদেশের অতিদরিদ্র মানুষের দুর্দশা মূলত খাসজমি বন্টনের অপর্যাপ্ত একটি ব্যবস্থার কারণে সৃষ্ট, যা তাদের সেসব সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে, বস্তুত যা তাদের অধিকার।

উত্তরণের* পরিচালক শহিদুল আলম বলেন, "বাংলাদেশে ৩৩ লক্ষ একর খাসজমি রয়েছে এবং এদেশে ৬০-৭০ লক্ষ ভূমিহীন পরিবার রয়েছে। প্রতিটি ভূমিহীন পরিবারকে ০.৫০ একর খাসজমি দেওয়া সম্ভব যার মাধ্যমে তারা উপার্জন করতে পারবে এবং দারিদ্র্য থেকে ক্রমান্বয়ে বের হয়ে আসতে পারবে।"

বাংলাদেশের সমস্ত খাসজমি যদি অতিদরিদ্রদের মাঝে সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করা যায় এবং সেসব জমির উৎপাদনমুখী ব্যবহারের জন্য তাদেরকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়, তাহলে সহস্রাব্দ লক্ষমাত্রা ১, অর্থাৎ 'অতিদারিদ্র্য দূরীকরণ' সম্ভব হবে। বর্তমানে প্রচলিত ভূমি সংক্রান্ত নীতিমালাগুলো মোটামুটি পর্যাপ্ত, তবুও খাসজমির জন্য আবেদন করা এবং মালিকানা অর্জনের প্রক্রিয়াটির কাঠামোগত পরিবর্তন দরকার।

* উত্তরণ একটি সিঁড়ি সহযোগী এনজিও প্রতিষ্ঠান যা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ভূমিহীন অতিদরিদ্র জনসাধারণ নিয়ে কাজ করে

বাংলাদেশে ভূমিহীনদের মাঝে খাসজমির বন্দোবস্ত অতিদারিদ্র্য বিমোচনের একটি কার্যকরী সমাধান হতে পারে।

UKaid from the Department for International Development

আবেদন প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জ

বর্তমানে প্রচলিত আবেদন প্রক্রিয়াটি বিভিন্ন ধরণের সমস্যায় আক্রান্ত। প্রায়সময়ই খাসজমির আবেদনপত্রের ফরম সংগ্রহ করাটাই একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়, কারণ অনেক এসি ল্যান্ড অফিসেই এই ফরমের পর্যাপ্ত কপি থাকে না। এই ফরমটি জটিল এবং অধিকাংশ আবেদনকারীই নিরক্ষর। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, যেমন -- ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদানকৃত ভূমিহীন সনদপত্র, ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করাও তাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। তাদের জন্য খাসজমি সংক্রান্ত তথ্য সম্বন্ধে জানতে পারার সুযোগও অপ্রতুল। তাছাড়া মাত্র ৫ শ্রেণীর ভূমিহীন মানুষ খাসজমির জন্য আবেদন করতে পারে এবং প্রায়সময়ই সেক্ষেত্রে কর্মক্ষম পুত্রসন্তানহীন নারী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা খাসজমির জন্য আবেদন করতে পারেন না।

এই ফরম আরও সহজ করা, এর সরবরাহ নিশ্চিত করা, খাসজমির আবেদন করার জন্য অন্যান্য গোষ্ঠীকেও অন্তর্ভুক্ত করা এবং একইসাথে অতিদরিদ্রদের জন্য খাসজমি সংক্রান্ত তথ্যের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

প্রক্রিয়াকরণের চ্যালেঞ্জ

খাসজমি পাবার জন্য প্রথমে সহকারী কমিশনার-ভূমি অফিস থেকে একটি আবেদনপত্র ফরম সংগ্রহ করতে হয়, তারপর ফরমটি পূরণ করে আবেদনকারীর ছবি ও ইউপি চেয়ারম্যানের সার্টিফিকেসহ সহকারী কমিশনার-ভূমি অফিসে আবেদনপত্রটি জমা দিতে হয়, তারপর তা যাচাই বাছাই করে প্রস্তাবিত জমির অবস্থা, অবস্থান ও পরিমান সংক্রান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য ইউনিয়ন ভূমি অফিসে পাঠানো হয়। পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে তা আবার সহকারী কমিশনার-ভূমি অফিসে ফেরৎ আসে, সেখানে পুনরায় পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে আবেদনপত্রগুলো সংশ্লিষ্ট ইউএনও'র মাধ্যমে জেলা প্রশাসক মহোদয়ের কাছে পাঠানো হয়; সেখান থেকে অনুমোদন হয়ে আবার তা সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার-ভূমির কাছে ফেরৎ আসে। তখন সহকারী কমিশনার-ভূমি সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসের মাধ্যমে জমি রেজিষ্ট্রির ব্যবস্থা করে থাকেন। সাধারণত এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে ৬ মাস পর্যন্ত বা তার চাইতেও বেশী সময় অতিবাহিত হয়। এ অফিসগুলো এবং তাদের অধীনস্থ কর্মচারীদের মধ্যে সমন্বয় ও গাফিলতির কারণে বিলম্ব দীর্ঘতর হতে থাকে। তাছাড়া পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে অনেকক্ষেত্রে হস্তান্তরের উপযোগী খাসজমি চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না। জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ভূমি সংক্রান্ত তথ্যের অসামঞ্জস্যতা থাকার কারণেও হস্তান্তরযোগ্য খাসজমি চিহ্নিতকরণের প্রক্রিয়াটি কঠিন হয়ে পড়ে। বিশেষ করে -- উপকারভোগী নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি স্থানীয় প্রভাবশালীদের দ্বারা ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় প্রকৃত ভূমিহীন ব্যক্তিরা খাসজমি থেকে বঞ্চিত হয়।

> প্রায়শই খাসজমির ক্ষেত্রে সবচে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এর সুষ্ঠু বন্টন এবং এটা তখনই হয় যখন স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যাক্তিরা এর সাথে সংযুক্ত হয়। তাদের প্রভাব এতটাই ব্যাপক এবং শক্তিশালী যে তাদেরকে এ প্রক্রিয়ার বিরোধীতা করার পরিবর্তে এতে অংশগ্রহণ করতে দেয়া উচিৎ।
>
> *আবদুল খালেক, প্রকল্প সমন্বয়কারী, উত্তরণ, সিঁড়ি প্রকল্প*

প্রক্রিয়াটি উন্নত এবং একইসাথে সহজতর করা অত্যন্ত জরুরী যাতে আবেদনপত্রগুলো বিভিন্ন অফিসের মাঝে ঘুরপাক না খায়। তাছাড়া সামগ্রিক প্রক্রিয়াতে ধাপের সংখ্যাও কমিয়ে আনা প্রয়োজন। পরবর্তী পদক্ষেপ হবে ভূমি সংক্রান্ত তথ্য ডিজিটাইজ করা যেন অফিসগুলো সহজেই কোথায় খাসজমি সহজলভ্য রয়েছে সে সম্পর্কে জানতে পারে। সবথেকে বড় কথা হচ্ছে, সামগ্রিক প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে যেন প্রত্যেক আবেদনকারীকে সমভাবে এবং সঠিকভাবে বিবেচনা করা হয়।

হস্তান্তরের চ্যালেঞ্জ

খাসজমি হস্তান্তর ধাপটি যখন আসে, তখন এ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা এবং স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য দৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রয়োজন হয়। বর্তমানে প্রচলিত নীতিমালা স্বচ্ছ নয় এবং অতিদরিদ্ররাই মূলত এই প্রক্রিয়ার ধাপে ধাপে দুর্ভাগ্যবশত বিভিন্ন ধরণের ভোগান্তির শিকার হয়। বহু উপজেলা এবং জেলা খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্টন কমিটি তাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন নয়, এমনকি সে সম্পর্কে জানে না বলেই এ সমস্যাগুলোর সূচনা হয়। একারণেই কোন্ জমি কাকে দেয়া হবে তা নিয়ে কোন আলোচনার সুযোগও নেই। যেসব ক্ষেত্রে কমিটিগুলোতে এনজিওসহ বিভিন্ন মাধ্যমের প্রতিনিধিত্ব ছিল সেসব ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে ভাল ফল পাওয়া গিয়েছে। এ ধরণের ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং সারা দেশে এর প্রচলন করা উচিৎ। যেসব এনজিও অতিদরিদ্রদের নিয়ে কাজ করে তাদেরকে এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ এটি নিশ্চিত করে।

খাসজমির জন্য উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে এনজিওগুলো সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে যেহেতু তারা তাদের নিজস্ব প্রকল্পের স্বার্থে অতিদরিদ্রদের চিহ্নিতকরণে একটি বড় সময় ব্যয় করে।

খাসজমি কিভাবে ভূমিহীনদের জীবন পাল্টে দিতে পারে তা প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন নদী তীরে অভিনব পদ্ধতিতে মিষ্টিকুমড়া চাষ করে দেখিয়েছে।

কৃষি খাসজমি স্থায়ী ভিত্তিতে লীজ পেতে হলে যে ধাপগুলো অতিক্রম করতে হয়

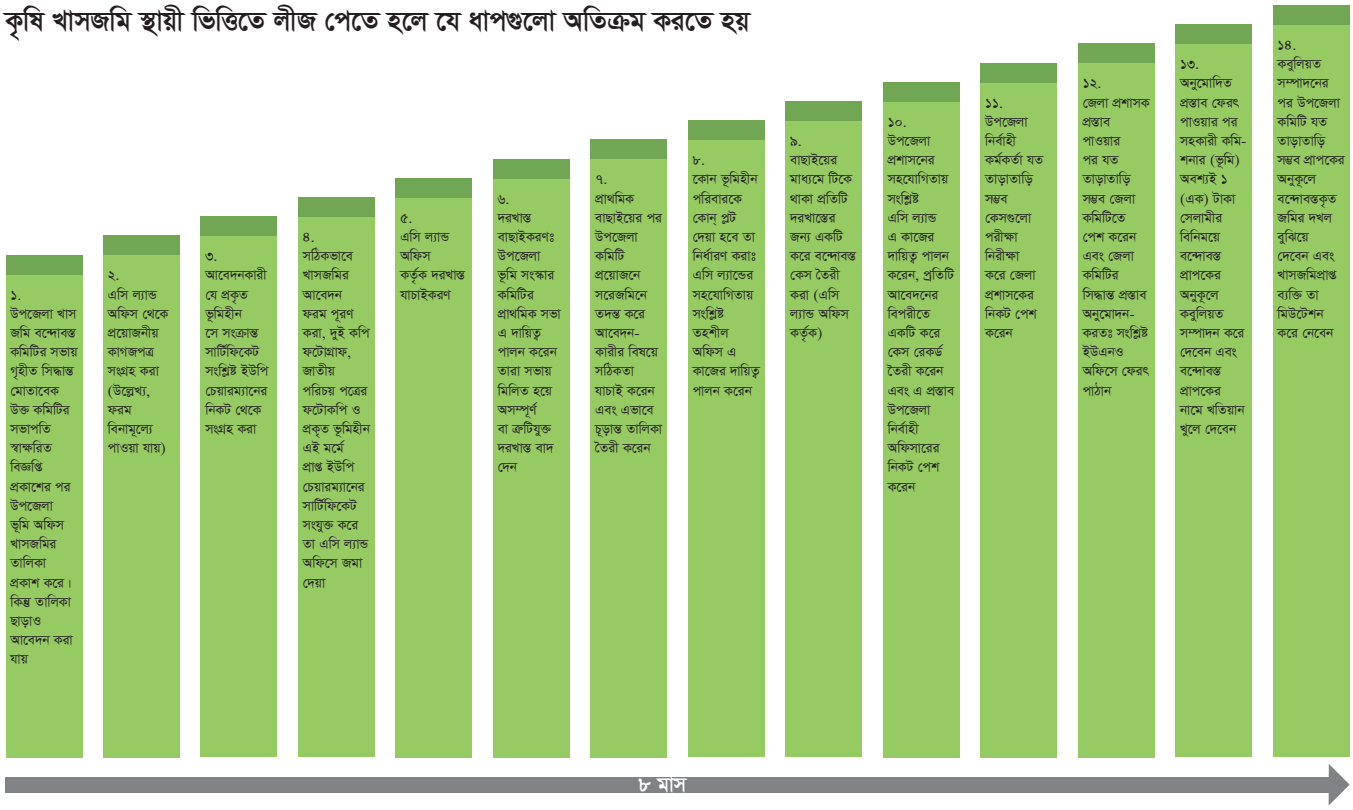

ভূমিহীনদের ক্ষমতায়ণ

সিঁড়ির একটি সহযোগী এনজিও সিএনআরএস-এর ৬৬৯টি অতিদরিদ্র পরিবারের জন্য ২৫৪ একর খাসজমির ব্যবস্থা করতে ৮ মাস কঠোর পরিশ্রম এবং তদবির করতে হয়েছিল। যে দক্ষতা, জ্ঞান এবং একাগ্রতার সাথে সিএনআরএস কর্মীরা সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় কাজ করেছে তা ছিল অপরিহার্য। প্রথমতঃ ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তারা ইউএনও কার্যালয় থেকে নমুনা আবেদনপত্রের ফরম সংগ্রহ করে এবং পরবর্তীতে সেটার ৭০০টি কপি করে। এরপর তারা ইউপি সদস্যদের কাছে থেকে তাদের আবেদনকারীদের জন্য ৭০০ ল্যান্ডলেস সার্টিফিকেট (এলএলএস) এবং নাগরিকত্বের সনদপত্র সংগ্রহ করে এবং তাদেরকে প্রচলিতভাবে আবেদনপত্র জমা দেয়ার কাজে সাহায্য করে। তাদের কার্যক্রমের মধ্যে সহকারী ভূমি কমিশনারের কার্যালয় এবং স্থানীয় সংসদ সদস্যদের মাঝে সমন্বয় সাধনও অন্তর্ভূক্ত ছিল। পরিশেষে ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, আবেদনকারীদের জন্য ১০১ টি দলিল রেজিষ্ট্রি হয়।

খাসজমি অর্জনকারী সিএনআরএস-এর প্রকল্পভূক্ত ২৯ বছর বয়সী একজন উপকারভোগী মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ রহমান বলেন, "তাদের (সিএ-নআরএস) বিরামহীন প্রচেষ্টা ব্যতীত কখনই আমার পক্ষে জমি পাওয়া সম্ভব হোত না। এমন কি তাদের সহায়তার পরেও এই জটিল প্রক্রিয়াতে দীর্ঘ সময় লেগেছে। আমার ০.৫০ একর জমিতে আমি চাষাবাদ করা শুরু করেছি এবং আশা করছি, ইনশাল্লাহ্ আমিও সফল হব।"

৪ সন্তানের জনক আসাদুল্লাহ্ ফেনারবাগে বসবাস করেন। এ প্রকল্পের পূর্বে সে বেকার, দরিদ্র এবং ভূমিহীন ছিল এবং অন্যান্যদের দয়া-দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর করে দিন যাপন করত।

"আমি কখনও ভাবিনি খাসজমি পাওয়া এতটা সহজ হতে পারে, কিন্তু এটাও ভাবিনি যে, ফরম পুরণ করার প্রথম ধাপটিই আমাকে সামগ্রিক প্রক্রিয়া থেকে বাদ দিয়ে দিবে। আমি পড়তে পারি এবং অল্প-স্বল্প লিখতেও পারি, কিন্তু ঐ ফর্মটি আমার জন্য অনেক বেশিই কঠিন ছিল।

কুসুম বেগম, সিঁড়ি-সিএনআরএস প্রকল্পের একজন উপকারভোগী"

অন্যান্য চ্যালেঞ্জসমূহ

মালিকানা ধরে রাখার চ্যালেঞ্জঃ জমির মালিকানা ধরে রাখা বেশিরভাগ সময়ই মালিকানা অর্জনের থেকে কষ্টসাধ্য কাজ, যেহেতু প্রায়সময়ই পেশীশক্তি প্রদর্শন করে অতিদরিদ্রদের থেকে তাদের মালিকানা ছিনিয়ে নেয়া হয়। এছাড়াও বহুবিধ প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা বিদ্যমানঃ যেসব ক্ষেত্রে খাসজমি মাত্র এক বছরের জন্য লীজ দেয়া হয়, সেগুলোন মালিকানা ধরে রাখা কঠিন। এক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে লীজ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

জমির উৎপাদনমুখী ব্যবহার করাঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতিদরিদ্র মানুষদের জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার করার পর্যাপ্ত দক্ষতা থাকে না এবং সেজন্যই তাদের সহযোগীতা প্রয়োজন। কৃষি মন্ত্রণালয়ের বর্তমান কৃষি নীতিমালার লক্ষ্য, "ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও অন্যান্য কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণ," এবং সে অনুসারে খাসজমিপ্রাপ্ত কৃষকদের জন্য বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে।

নারী-পুরুষের সমঅধিকারঃ এ প্রক্রিয়ায় নারীরা অনেকটা কোনঠাসা হয়ে পড়ে যদি তারা কর্মক্ষম পুরুষের সহায়তা না পায়। সিঁড়ি-উত্তরণ গবেষণায় দেখা গিয়েছে, বাজারের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া এবং নিজ নিজ পণ্যের উপযুক্ত মূল্য আদায় করার ক্ষেত্রে নারীরা তুলনামূলকভাবে বেশি বাধার সম্মুখীন হয়।

যেসব উপকারভোগী খাসজমি পায়, তাদের কৃষি, অর্থনৈতিক এবং আইনগত সাহায্য সহযোগীতা প্রয়োজন হয়, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খাসজমি প্রাপ্তি সামগ্রিক প্রক্রিয়ার ক্ষুদ্র একটি ধাপ হিসেবে পরিগণিত হয়। খাসজমির মালিকানা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু খাসজমির উৎপাদনমুখী ব্যবহার সবচে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ, যার মাধ্যমে অতিদরিদ্র পরিবারগুলো একটি টেকসই জীবিকার উৎস নিশ্চিত করতে পারে।

বেসরকারি নীতিনির্ধারকদের দায়িত্ব

এনজিওঃ সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সারাদেশের বিভিন্ন এনজিওর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। খাসজমি হস্তান্তর এবং নিজ নিজ অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে তারা অতিদরিদ্র মানুষদের সংবেদনশীল করতে পারে। অতিদরিদ্রদের সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে তারা স্থানীয় ভূমি অফিসকেও সংবেদনশীল করতে পারে। খাসজমির মালিকানা প্রাপ্ত অতিদরিদ্র মানুষদেরকে তাদের ভূমির উৎপাদনমুখী ব্যবহারে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রেও তারা বাজারের সাথে সংযোগ সৃষ্টি করে, সচেতন করে, শস্য বীমার সুবিধা প্রদান করে এবং ব্যাংক ঋণের সহায়তা পেতে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। ঝুঁকির মুখোমুখী মানুষদের খাসজমি বিতরণ কর্মসূচীতে এবং মূলধারার কৃষিপ্রধান কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কাজ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মিডিয়াঃ মিডিয়াতে খাসজমি এবং খাসজমির বন্টন সংক্রান্ত বিষয়গুলো এবং সংশ্লিষ্ট মানবিক দিকগুলো বিশেষভাবে প্রতিফলিত হতে পারে।

স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গঃ স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বোধগম্য হওয়া জরুরী যে অতিদরিদ্রদের খাসজমির সাথে সংযোগ বেশি হওয়ার মধ্যেই তাদের সত্যিকারের সমৃদ্ধি নিহিত। অতিদরিদ্রদের জমি বেদখল হওয়া প্রতিরোধ করা এবং জমির উৎপাদনমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও তারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ এবং গ্রাম উপদেষ্টা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

ব্যাংকঃ এছাড়া ব্যাংকগুলোকেও ক্ষুদ্র ঋণ এবং শস্য বীমা প্রদানের ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান করা যেতে পারে।

"আমি বহু পরিবারকে খাসজমি হস্তান্তর করতে সক্ষম হয়েছি, কিন্তু তারপরেও আমি বলব এ প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত দীর্ঘ এবং জটিল। তাই অতিদরিদ্রদের জন্য খাসজমি অর্জনের প্রক্রিয়াটি আরও সহজতর করার ক্ষেত্রে সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।

মোঃ আসাদুজ্জামান, সহকারি কমিশনার, ভূমি, পাইকগাছা, খুলনা

আমরা অতিদরিদ্র, কেউ আমাদের দিকে লক্ষ্য রাখে না। খাসজমি পাওয়ার পর আমি বর্তমানে ভালভাবে চলতে পারছি এবং সামনের দিনগুলোও ভালভাবে যাবে বলে আশা করছি। প্রতিটি দিনই একটি যুদ্ধের মত, কিন্তু এখন অন্তত পক্ষে আমি আমার পরিবারকে নিয়ে তিনবেলা খেতে পারছি।

মোঃ আশরাফ হুদা, সিঁড়ি-উত্তরণ প্রকল্পের একজন উপকারভোগী"

দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে খাসজমি পাবার পর তা ভূমিহীনদের জীবিকা উপার্জনে এই ফুলের মতোই প্রস্ফুটিত হচ্ছে।

Resources:

Political Economy of Khasland in Bangladesh - Abul Barkat, Shafique-uz-Zaman, Selim Raihan - Association for Land Reform and Development (ALRD), 2001
Distribution and Retention of khasland in Bangladesh - Abul Barkat, Shafique-uz-Zaman, Selim Raihan - Human Development Research Centre (HDRC), April 2000
Gender, Land and Livelihood in South Asia - a report by Centre for Policy Dialogue (CPD)
The Backpedalling Stops, Bangladesh Country Paper - Land Watch Asia
http://www.banglapedia.org
http://sunlight2.hubpages.com
http://www.ammado.com
http://www.thedailystar.net
http://www.bangladeshnews.com.bd
http://www.thefinancialexpress-bd.com
http://www.cdp.20m.com
http://www.fao.org

সাইদুর রহমান - প্রোগ্রাম ম্যানেজার, সিঁড়ি
মোঃ রাফি হোসেন - অর্থনীতিবিদ, পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউট
শামসুল হুদা - নির্বাহী পরিচালক, এএলআরডি
ওয়াসিকুর রহমান - ব্যারিস্টার, রহমান এন্ড এসোসিয়েটস

সিঁড়ি কি?

জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের প্রথম লক্ষ্যটি হচ্ছে '২০১৫ সালের মধ্যে অতিদারিদ্র্য ও ক্ষুধা দুরীকরণ'; আর এ লক্ষ্য অর্জনে ইউকেএইড ও বাংলাদেশ সরকার যৌথভাবে ইইপি নামক একটি কর্মসূচী পরিচালনা করছে। 'সিঁড়ি' এই বাংলা শব্দটির মাধ্যমে অতি দরিদ্র পরিবারগুলো ধাপে ধাপে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে অতি দারিদ্র্য থেকে বের হয়ে আসতে পারবে এ প্রত্যয়ই ব্যক্ত করা হয়েছে। অতি দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে চলমান কার্যক্রমের অংশ হিসাবে 'সিঁড়ি', এনজিওদের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনসংখ্যার সবথেকে দরিদ্র ১০ ভাগ মানুষকে টেকসই জীবন-জীবিকা অর্জনে সহায়তা করছে।

www.shiree.org

UKaid from the Department for International Development